তারিখ ....
পৃষ্ঠা 7 কলাম ....

তারা দুজন প্রথম থেকেই বিতর্কিত

কাগজ প্রতিবেদক : পদত্যাগী ঢাবির উপাচার্য এবং প্রক্টর দায়িত্ব গ্রহণের দিন থেকেই বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এবং মন্তব্যের কারণে বিতর্কিত হয়ে পড়েন।

গত ১৩ নভেম্বর আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী রাত সাড়ে ৮টায় অনেকটা হুকুম দখলের মতো উপাচার্যের চেয়ার দখল করেন। সে সময় প্রায় সকল সংবাদ মাধ্যমেই রাতেই উপাচার্যের পদ বুঝে নেওয়ার বিষয়টি ব্যাপক সমালোচিত হয়। এরপর বিভিন্ন হলে ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, বহিরাগতদের হলে অবস্থান নিয়েও তিনি পরস্পরবিরোধী মন্তব্য করেছেন।

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

তারা দুজন প্রথম থেকেই বিতর্কিত

● প্রথম পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের টেন্ডার কাজ পাওয়া নিয়ে সংশ্লিষ্টতার বিষয় প্রকাশ হয়ে গেলে টেন্ডার কার্যক্রম বন্ধ করার ঘোষণা দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে বিডিআর-এর তল্লাশিকালে নিরীহ ছাত্রদের এবং দুজন সাংবাদিককে আটক ও নির্যাতনের ঘটনায়ও তিনি সমালোচিত হন। রাতে বিডিআর নিরীহ ছাত্রদের ওপর নির্যাতন করে আটক করলেও দুপুর ১২টার সময়ও তিনি এবং প্রক্টর ড. নজরুল ইসলাম আটকের বিষয়ে জানে না বলে জানান। ঘটনার ১২ ঘণ্টা পর বিকাল ৪টায় তিনি সাংবাদিকদের পুনঃপুনঃ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কথা বলতে রাজি হন। সে ঘটনায় আটকের প্রায় ২৪ ঘণ্টা পর রাত ১২টায় ছাত্র ও সাংবাদিকদের ছেড়ে দেওয়া হয়। এ সময় উপাচার্য বা প্রক্টর কেউই জেল গেটে তাদের সঙ্গে দেখা করতে যাননি বলে আটক ছাত্রদের সূত্রে জানা যায়। সাংবাদিকদের ক্রমাগত অনুরোধের পর তিনি আটক নিরীহ ছাত্র ও সাংবাদিকদের ছাড়াতে দেনদরবার শুরু করেন। এবং তা করা হয় অনেক দেরিতে। লাইব্রেরি চত্বরে গাছ কেটে ভবন নির্মাণের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের প্রক্টর ড. নজরুল ইসলাম উপাচার্যের উপস্থিতিতে বলেন, এটা তোমাদের বাবার বাড়ি না। তোমাদের বাড়িতে যতো পার গাছ লাগাও। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যখন গাছ াটা হয়েছিল তখন তোমরা কি রেছিলে? গাছের নিচে বসে ছেলে মেয়েরা সামাজিক কাজ করে, মদ, গাঁজা খায়। খন তোমরা প্রতিবাদ করোনা কেন। ময়েরা সন্ধ্যার পর বের হয়ে এসব স্থানে াড্ডা দেয়। লাইব্রেরিতে যাওয়ার জন্য াত্রীরা হলে যাওয়ার সময়সীমা বাড়ালেও াইব্রেরিতে না গিয়ে গাছতলায় বসে আড্ডা দেয়। এদের জন্য আবার সূর্যাস্ত আইন করা উচিত। প্রক্টরের সঙ্গে গাছ কাটা বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেওয়া একাধিক ছাত্রছাত্রী সে সময় বাবার বয়সী প্রক্টরের এ সব কথাবার্তায় তাদের ব্যথিত ওয়ার বিষয় সাংবাদিকদের জানান। াত্রপত্রিকাতেও সেসব প্রকাশিত হয়েছিল।

সর্বশেষ শামসুন্নাহার হলে পুলিশি র্বরতার বিষয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে বিভিন্ন ময়ে আলাপকালে উপাচার্য প্রতিনিয়ত ক্ত ঘটনা সম্পর্কে তার বক্তব্য এবং অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। এমনও হয়েছে কয়েক মিনিট আগের কথা তিনি অস্বীকার বা পরিবর্তন করেছেন।

শামসুন্নাহার হলের বিষয়ে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে উপাচার্য ও প্রক্টরের মূল্যায়ন সকলের কাছে হাস্যরসের সৃষ্টি করে। পদত্যাগী উপাচার্য শামসুন্নাহার হলে পুলিশি বর্বরতার ঘটনায় প্রথমদিকে 'পদত্যাগের প্রশ্নই আসে না' 'এ ঘটনা মহল বিশেষের ষড়যন্ত্র', 'পুরুষ পুলিশ প্রবেশ করেছে বলে জানি না'। প্রভৃতি বললেও দিন অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের বক্তব্য পরিবর্তন করতে থাকেন।

প্রথমদিকে তিনি শামসুন্নাহার হলে পুলিশি হামলার বিষয়ে মর্মাহত না হলেও ...লনের তীব্রতার মুখে উক্ত ঘটনাকে ... দিয়ে সেজন্য সহমর্মিতা ... প্রব